রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৫ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৩১, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৫—৮৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৫—১৮৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩৭—১৫৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৫
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) .....কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) .....তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জানুয়ারি ২০১৩

নং পবম/প্রশা-২/সিসিটি-০১/২০১৩/৪০—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ মোতাবেক গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ জারী করা হলো ঃ

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ**।—(১) এ প্রবিধানমালা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হবে। এ প্রবিধানমালা জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

(২) এ প্রবিধানমালা জারীর তারিখের পরে তফসিলে উল্লিখিত পদে নিয়োগকৃত সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারী এবং ট্রাস্টে স্থানান্তরিত সকল কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হবে;

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ প্রবিধানমালায়,—

(ক) "আইন" বলতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ বুঝাবে;

(খ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" বলতে এ প্রবিধানমালার অধীনে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য অথবা নির্দিষ্ট কোন কার্য সম্পাদন করার জন্য ট্রাস্ট কর্তৃক মনোনীত কোন কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" বলতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃপক্ষের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

(ঘ) "কর্মচারী" বলতে ট্রাস্টের স্থায়ী বা সাময়িক যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বুঝাবে;

(ঙ) "বোর্ড" বলতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড-কে বুঝাবে;

(চ) "তফসিল" বলতে এ প্রবিধানমালার সাথে সংযোজিত তফসিলকে বুঝাবে;

(ছ) "ধারা" বলতে আইনের ধারা বুঝাবে;

(জ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলতে ট্রাস্টি বোর্ডের যদি অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকে, তবে ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাবে;

(ঝ) "পদ" বলতে তফসিলে উল্লিখিত কোন পদকে বুঝাবে;

(ঞ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" বলতে কোন পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা বুঝাবে;

(ট) "বাছাই কমিটি" বলতে প্রবিধান ৬ এর অধীনে গঠিত বাছাই কমিটিকে বুঝাবে;

(ঠ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" বলতে ধারা ১৯ এর অধীনে নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে বুঝাবে;

(ড) "শিক্ষানবিস" বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যাকে শিক্ষানবিস হিসেবে কোন পদে নিয়োগ করা হয়েছে;

(ঢ) "সাময়িক কর্মচারী" বলতে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট কোন কাজে নিয়োগকৃত এমন ব্যক্তিকে বুঝাবে যার চাকরি উক্ত কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যাবে অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সন্তোষ্টিকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে;

(ণ) "প্রেষণে নিয়োগ" বলতে সরকার কর্তৃক ট্রাস্টে নিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তা-কে বুঝাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ

৩। **নিয়োগ নীতি**।—(১) আইনের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত নারী-পুরুষ সমতা বিকাশের নীতি ট্রাস্ট কঠোরভাবে মেনে চলবে।

(২) ট্রাস্টের সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতিশীল হতে হবে। প্রার্থীকে একটি প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে।

৪। **নিয়োগের জন্য পূর্বশর্ত**।—(১) কোন ব্যক্তিকে ট্রাস্টের কোন পদে নিয়োগ দেয়া হবে যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন; এবং

(খ) সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন এবং নিয়োগ দানের সময় সংশ্লিষ্ট পদে কাজ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে সক্ষম হন।

(২) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আদালত কর্তৃক সাজাপ্রদত্ত কোন ব্যক্তি অথবা উক্তরূপ কোন অপরাধের জন্য বিচারাধীন কোন ব্যক্তি অথবা মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের চাকরিতে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবেন না।

(৩) ট্রাস্টের সকল কর্মচারির আচরণ ও শৃংখলার ক্ষেত্রে যথাক্রমে সরকারী কর্মচারি (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯ এবং সরকারী কর্মচারি (শৃংখলা ও আপিল) বিধি, ১৯৮৫ প্রযোজ্য হবে।

(৪) ট্রাস্টের কোন পদে চাকুরীর জন্য সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বয়সসীমা যথাক্রমে বয়স হবে ১৮ ও ৩০ বছর এবং অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৫৯ বছর। তবে পরবর্তীতে এ সম্পর্কিত সরকারী কোন আদেশ-নির্দেশ প্রজ্ঞাপন ট্রাস্টের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

৫। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) কোন শূন্য পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হবেঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগ;

(খ) প্রেষণ;

(গ) পদোন্নতি;

(ঘ) দৈনিক ভিত্তিতে;

(ঙ) আউট সোর্সিং (Cut Sourcing) এর মাধ্যমে নিয়োগ।

(২) নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান কোটাপদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৬। **নিয়োগ কমিটি**।—ট্রাস্টের কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এক বা একাধিক নিয়োগ কমিটি গঠন করতে পারবেন।

৭। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) নিয়োগ কমিটি এ সম্পর্কিত সরকারের বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে মৌখিক অথবা লিখিত অথবা উভয়বিধ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করবে।

(২) নিয়োগদানের পূর্বে অবশ্যই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৮। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স, অবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক কমপক্ষে দুইটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় উন্মুক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ পূর্বক বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েবসাইটে দিতে হবে।

(২) প্রার্থীর বয়সের প্রমাণ স্বরূপ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস.এস.সি) বা সমমানের কোন পরীক্ষার সার্টিফিকেট অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্য কোন সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না।

৯। **শিক্ষানবিস**।—(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারি ২ (দুই) বছরের জন্য শিক্ষানবিস থাকবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করে, যে কোন শিক্ষানবিসের ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ আরো বৃদ্ধি করতে পারবে।

(২) সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিসকাল অথবা বর্ধিত শিক্ষানবিসকাল (যদি থাকে) সমাপ্ত করার পর ট্রাস্ট উক্ত কর্মচারির চাকরি স্থায়ী করবে।

(৩) শিক্ষানবিসকালীন সময়ে কোন ব্যক্তির কাজকর্ম ও আচরণ সন্তোষজনক না হলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে পারবে।

১০। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত সকল নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক বিশেষ করে চাকরির জ্যেষ্ঠতা, দক্ষতা এবং বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন/সার্ভিস রেকর্ড বিবেচনাক্রমে পদোন্নতি প্রদান করবে।

তৃতীয় অধ্যায়
চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

১১। **সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা**।—সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অফিস সময় ও সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ট্রাস্টের অফিস সময় ও সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা বলে বিবেচিত হবে।

১২। **হাজিরা**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী প্রতিটি কর্মদিবসে ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অফিসে হাজির হবেন এবং নির্দিষ্ট হাজিরা খাতায় বা রেজিস্টারে স্বাক্ষর করবেন।

(২) কোন কর্মচারী, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন মাসে তিন দিন দেরীতে অফিসে আসলে তার ছুটির হিসাব হতে এক দিনের নৈমিত্তিক ছুটি কর্তন করা হবে এবং এইরূপ বিলম্বে অফিসে আসা তার অভ্যাসে পরিণত হলে তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে শিশুকে স্তন্যদানকারিনী মায়েদের বেলায় এই বিধান, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে শিথিল করা যেতে পারে।

১৩। **বদলি**।—(১) ট্রাস্টের প্রশাসনিক স্বার্থে যে কোন কর্মচারি-কে পরস্পর বদলিযোগ্য পদে অথবা শাখা অফিসে (যদি থাকে) বদলি করা যাবে।

১৪। **যোগদানের সময়**।—যোগদানের সময়কাল বিএসআর পার্ট-১ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে;

১৫। **প্রশিক্ষণ**।—(১) ট্রাস্টের কোন কর্মচারীর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়ক হতে পারে এরূপ উন্নয়নমূলক, কারিগরি বা অনুরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করলে সেইরূপ প্রশিক্ষণ কোর্সে তাকে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশের কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে পারবে। এইরূপ প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় বরাদ্দ সাপেক্ষে ট্রাস্ট বহন করবে অথবা অন্য কোন বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থা হতে অথবা নিজ ব্যয়ে নির্বাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(২) ধারাবাহিক চাকরির মেয়াদ তিন বছরের কম হলে কোন কর্মচারীকে তিন মাসের অধিক মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা যাবে না।

(৩) কোন কর্মচারী নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হতে পারে এরূপ উন্নয়নমূলক, কারিগরি বা অনুরূপ ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ অথবা অধ্যয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে পারবে এবং কর্তৃপক্ষ যদি অনুরূপ প্রশিক্ষণ বা অধ্যয়ন ট্রাস্টের জন্য সহায়ক বিবেচনা করে এবং উক্ত কর্মচারীর অতীত চাকুরী বৃত্তান্ত যদি সন্তোষজনক হয়, তাহলে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করতে পারবে। এরূপ প্রশিক্ষণ বা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সমুদয় খরচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নিজে বহন করবেন অথবা অন্য কোন উৎস হতে উক্ত খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা করবেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করতে পারবেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অথবা অন্য কোন প্রশিক্ষণ বাবদ ট্রাস্টের পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় হয় সে ক্ষেত্রে বিদেশে অথবা দেশের অভ্যন্তরে দীর্ঘমেয়াদী কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে এই মর্মে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে যে, উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে তিনি উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধানে নির্ধারিত মেয়াদে ট্রাস্টের চাকরিতে নিয়োজিত থাকবেন।

(৫) গৃহীত প্রশিক্ষণের অথবা অধ্যয়নের মেয়াদের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ বা অধ্যয়ন শেষে কতদিন যাবত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ট্রাস্টে কাজ করতে হবে তা নিম্নে দেয়া হলোঃ—

অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ	ট্রাস্টে বাধ্যতামূলক কাজ করার মেয়াদ
(ক) ৩ মাস হতে ৬ মাস	কমপক্ষে ১ বছর
(খ) ৬ মাস হতে ১২ মাস	কমপক্ষে ২ বছর
(গ) ১২ মাসের অধিক	কমপক্ষে ৩ বছর

(৭) যদি কোন কর্মচারী প্রশিক্ষণ বা অধ্যয়ন শেষে উপ-প্রবিধান (৬) মোতাবেক ট্রাস্টের চাকরি করা অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হন অথবা চাকরি অব্যাহত রাখতে অস্বীকার করেন তাহলে উক্ত কর্মচারী তার প্রশিক্ষণ অথবা অধ্যয়নের জন্য ব্যয়িত মোট খরচ এবং প্রশিক্ষণ অথবা অধ্যয়নকালে গৃহীত বেতন বাবদ ট্রাস্ট কর্তৃক ব্যয়িত মোট অর্থের সমপরিমাণ অর্থ ট্রাস্টকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। ট্রাস্ট এই অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত দাবী (Final Payment) হতে কর্তন করতে পারবে এবং উক্ত কর্মচারীর চূড়ান্ত দাবী অপর্যাপ্ত হলে বাকী টাকা সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ (পিডিআর এ্যাক্ট, ১৯১৩) অনুসারে আদায় করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্থিক সুবিধাদি

১৬। **বেতন ও ভাতা**।—ট্রাস্ট সময় সময় যেরূপ বেতন ও ভাতাদি নির্ধারণ করবে কর্মচারীগণ সেরূপ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

১৭। **প্রারম্ভিক বেতন**।—কোন কর্মচারীকে সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করা হলে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হবে তার প্রারম্ভিক বেতন।

১৮। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন**।—পদোন্নতির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বেতন তিনি যে পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সে পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে নির্ধারিত হবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন সমান বা উচ্চতর হলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সে স্তরে তার বেতন নির্ধারিত হবে।

১৯। **বেতন বর্ধন (Increment)**।—(১) স্থগিত রাখা না হলে, যোগদানের তারিখ বর্ধিত বেতনের তারিখ হিসাবে গণ্য হবে। এছাড়া ট্রাস্টের কর্মচারিগণ সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, সিনিয়র স্কেল, স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি প্রাপ্য হবেন।

২০। **উৎসব ভাতা**।—(১) নিয়মিত ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মচারী প্রত্যেক বছরে তাদের উৎসবের সময় দুইটি উৎসব ভাতা পাবে। প্রত্যেকটি উৎসব ভাতা হবে উৎসবের পূর্ববর্তী মাসে আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ। উৎসব ভাতা নিম্নলিখিত উৎসবের পনের দিন পূর্বে প্রদান করা যাবেঃ-

(ক) মুসলমান কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে ঈদ-উল-ফিতরের সময় ১ টি উৎসব ভাতা, ঈদ-উল-আযহার সময় ১টি উৎসব ভাতা।

(খ) হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান কর্মচারীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে দুর্গা পূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা ও বড়দিনের সময় ২ টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে।

(২) উৎসব-মাসের প্রথম দিনে কোন কর্মচারীর ধারাবাহিক কর্মকাল ছয় মাসের কম হলে ধারাবাহিক কর্মকালের আনুপাতিক হারে উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে।

(৩) উৎসব-মাসের পূর্বে কোন কর্মচারী চাকরি হতে ইস্তফা দিলে অথবা ট্রাস্ট কর্তৃক অপসারিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত দাবী (Final Payment) এর সাথে আনুপাতিক হারে উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে।

২১। **দায়িত্ব ভাতা**।—জাতীয় বেতন বিধি অনুসারে প্রাপ্য হবেন।

২২। **বাড়িভাড়া**।—সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে প্রাপ্য হবেন।

২৩। **চিকিৎসা ভাতা**।—সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে প্রাপ্য হবেন।

২৪। **কার্যভার ভাতা**।—সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে প্রাপ্য হবেন।

২৫। **যাতায়াত ভাতা**।—সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে প্রাপ্য হবেন।

২৬। **ধোলাই ভাতা**।—সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে প্রাপ্য হবেন।

২৭। **প্রেষণ ভাতা**।—প্রেষণে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ সরকারের বিদ্যমান বিধি-বিধানের আলোকে প্রেষণভাতা প্রাপ্য হবেন।

২৮। **শিক্ষা সহায়ক ভাতা**।—সরকারের প্রচলিত নির্ধারিত হারে ট্রাস্টের কর্মচারীর সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রাপ্য হবে।

২৯। **টেলিফোন/মোবাইল**।—সরকারী বিধি-বিধানের আলোকে টেলিফোন/মোবাইল প্রাপ্য হবেন। তবে অফিস প্রধান হিসাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সার্বক্ষণিক মোবাইল সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

৩০। **আপ্যায়ন ব্যয়**।—ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দাপ্তরিক আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দাপ্তরিক আপ্যায়ন ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা নির্বাহ করা যাবে। তবে এ ব্যয় বিল ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে।

৩১। (ক) **ওভারটাইম ভাতা**।—(১) ড্রাইভার পদে কর্মরত কর্মচারীগণ, তিনি যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন সেই কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, নির্দিষ্ট অফিস সময়ের অতিরিক্ত বা সাপ্তাহিক অথবা সাধারণ ছুটির দিনে কাজের জন্য ওভারটাইম ভাতা পাবেন।

(২) ড্রাইভারগণকে ঘন্টা প্রতি মূলবেতনের সমান হারে সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনসহ মাসিক সর্বোচ্চ ২৫০ ঘন্টা হিসাবে ওভারটাইম ভাতা পাবেন।

(৩) প্রতি ঘন্টা ওভারটাইম লগ বইতে লিপিবদ্ধকৃত সময়ের উপরে ভিত্তি করে হিসাব করতে হয়।

(৪) ওভারটাইম ভাতা নিম্নোক্তরূপে হিসাব করা হবেঃ

$$\text{মোট ওভারটাইম ভাতা} = \frac{\text{কর্মকালীন মাসের মূল বেতন}}{\text{কর্মকালীন মাসের দিন সংখ্যা} \times ৮ \text{ (দৈনিক কর্মঘন্টা)}} \times \text{অতিরিক্ত কর্মঘন্টা}$$

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীর ওভারটাইম ভাতা তার মূল বেতনের অধিক হবে না।

উদাহরণঃ

$$\text{মোট ওভারটাইম ভাতা} = \frac{৪২০০.০০}{৩০ \times ৮ \text{ (দৈনিক কর্মঘন্টা)}} \times ১৫০$$

=২৬২৫.০০

(খ) **টিফিন ভাতাঃ** সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে প্রাপ্য হবেন।

৩২। **ভ্রমণ ভাতা**।—বিএসআর পার্ট-২ এবং এ সম্পর্কিত সরকার কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্রের আলোকে নির্ধারিত হবে। তবে অনিবার্য প্রয়োজনে ট্রাস্টের স্বার্থেও বিশেষ ধরনের মনিটরিং কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিপত্র জারী করে অতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান রাখা যাবে।

৩৩। **সম্মানী ভাতা**।—(১) ট্রাস্টের যে কোন কর্মচারীকে অসাধারণ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য, যেরূপ বিবেচনা করবে সেইরূপ, নগদ অর্থের আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করতে পারবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এর সুপারিশক্রমে মঞ্জুর করা হবে।

৩৪। **ভবিষ্য তহবিল**।—(১) ট্রাস্টের স্থায়ী কর্মচারীগণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (কর্মচারী) ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করবে। প্রত্যেক কর্মচারী তার মূল বেতনের ন্যূনতম ১০ ভাগ হারে এবং ট্রাস্টও উক্ত কর্মচারীর মূল বেতনের ১০ ভাগ হারে এই তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে। ভবিষ্য তহবিলের অর্থ জমা রাখার জন্য পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। হিসাবটি ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। এ সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত নীতিমালা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রণয়ন করা হবে।

৩৫। **আনুতোষিক**।—(১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাবার অধিকারী হবেন, যথাঃ—

(ক) যিনি কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অব্যাহতভাবে চাকরি করেছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকরি হতে বরখাস্ত হননি;

(খ) যিনি কমপক্ষে পাঁচ বৎসর চাকরি করার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে চাকরি হতে পদত্যাগ করেছেন;

(গ) পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ যে কোন কারণে তাঁর চাকরির অবসান হয়েছে, যথা ঃ—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রয়েছেন সেই পদ বিলুপ্ত হলে অথবা সেই পদের জনবল হ্রাসের কারণে চাকরি হতে ছাঁটাই হলে;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক অথবা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাকে চাকরি হতে অপসারণ করা হলে;

(ই) চাকরিতে থাকাকালে মৃত্যুবরণ করলে;

(২) কোন কর্মচারীকে প্রদেয় আনুতোষিক তার প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর চাকরির জন্য দুই মাসের মূল বেতনের হার হিসাব করা হবে। আংশিক বৎসরের বেলায় ১৮০ দিনকে আনুতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ এক বৎসর বলে গণ্য করা হবে।

(৩) আনুতোষিক হিসাব করার মূল ভিত্তি হবে সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতন;

(৪) আনুতোষিক গ্রহণের পূর্বেই কোন কর্মচারীর মৃত্যু হলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা কোন মনোনয়ন না থাকলে, উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে তার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে আনুতোষিকের টাকা প্রদান করা হবে;

৩৬। **অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি ঃ**—(১) ট্রাস্ট, লিখিত আদেশ দ্বারা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাজনিত সুবিধাদি পরিকল্পনা, যেরূপ যথাযথ বলে মনে করবে সেরূপ, পরিপত্র এবং পত্র জারীর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৩৭। **গ্রুপ জীবন বীমার সুবিধা**—ট্রাস্টে কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করলে তার মনোনীত ব্যক্তি অথবা, মনোনয়ন না থাকলে, বৈধ উত্তরাধিকারীগণ ট্রাস্টের গ্রুপ জীবন বীমা প্রকল্পের আওতাধীন জীবন বীমার সুবিধা পাবার অধিকারী হবেন। এক্ষেত্রেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পৃথক আদেশ জারী করতে হবে।

৩৮। **কর্মচারী কল্যাণ তহবিল**।—ট্রাস্ট একটি কর্মচারী কল্যাণ তহবিল গঠন করবে। উক্ত কর্মচারী কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবেন এবং তা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। নীতিমালা না হওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টের প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাসিক বেতন বিল হতে যথাক্রমে ১০০/- ও ৫০/- টাকা (একশত) টাকা হারে কর্তন পূর্বক কর্মচারী কল্যাণ তহবিলে জমা করতে হবে। এই তহবিলের অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ট্রাস্ট কর্মচারী কল্যাণ তহবিল নামে একটি পৃথক ব্যাংক হিসাব থাকবে। হিসাবটি ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ছুটি, ইত্যাদি

৪৯। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি ও সাধারণ শর্তাবলী** ঃ- সরকারের ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ এবং এ সম্পর্কে জারীকৃত সরকারের আদেশ/নির্দেশ/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন অনুসারে পরিচালিত হবে।

৫০। **ছুটি নগদায়ন ঃ**

(১) প্রত্যেক কর্মচারী আনুতোষিক, অবসরভাতা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অবসরজনিত সুবধাদি তিনি তার সম্পূর্ণ চাকরিকালে প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত বা অভোগকৃত ছুটি ৫০ ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পেতে পারেন, তবে এই রূপান্তরিত টাকার মোট পরিমাণ তার বার মাসের মূল বেতন অপেক্ষা বেশী হবে না।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধি (গ) এর (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাবে।

৫১। **শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটিঃ**

(১) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের সকল স্থায়ী কর্মচারী এই প্রকার ছুটি প্রাপ্য।

(২) কোন কর্মচারীর শ্রান্তি ও বিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রতি ৩ বছরে ১৫ দিনের গড় বেতনে ছুটিতে গমন করলে ১ মাসের মূল বেতনের সমান শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(৩) এই বিনোদন ভাতা ছুটিকালীন বেতনের অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

(৪) কর্মচারীর আবেদনকৃত তারিখ হতে জনস্বার্থের কারণে ছুটি মঞ্জুর সম্ভব না হলে পরবর্তী যে সময়ে ছুটি মঞ্জুর করা হবে, ঐ সময়ে বিনোদন ভাতা পাবে। তবে এই ক্ষেত্রে পরবর্তী বিনোদন ভাতার জন্য ৩ বছর গণনা করা হবে পূর্ববর্তী ছুটির আবেদনকৃত তারিখ হতে।

(৫) কর্মীর আবেদনকৃত তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ছুটি মঞ্জুর সম্ভব না হলে ছুটি ব্যতিরেকেও বিনোদন ভাতা প্রদান করা যাবে।

(৭) প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এই ছুটির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরী বৃত্তান্ত

৫২। **চাকরির বৃত্তান্ত**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকরির বৃত্তান্ত পৃথক পৃথক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৫৩। **কর্ম-সম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন**।—(১) ট্রাস্ট ইহার কর্মচারীগণের কাজ-কর্ম এবং তাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করবে এবং উক্ত প্রতিবেদন কর্ম-সম্পাদন মূল্যায়ন প্রতিবেদন নামে অভিহিত হবে এবং প্রয়োজনবোধে ট্রাস্ট ইহার কোন নিদিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ প্রতিবেদন চাইতে পারবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকরি অবসান ইত্যাদি

৫৪। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি**।—(১) ট্রাস্টের কর্মচারিগণ এক মাসের পূর্ব আবেদনের মাধ্যমে চাকরির অবসান চাইতে পারবেন। এই ধরনের আবেদনের পরিবর্তে এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৫৫। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই প্রবিধানমালায় সুস্পষ্ঠভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন ধরনের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বোর্ডের অনুমোদনক্রমে

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী
সচিব।

তফসিল

ক্র:নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের বয়স সীমা	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	-	সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অতি: সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা।	আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক
২	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	-	প্রেষণ / পদোন্নতির মাধ্যমে।	**পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** ফিডার পদ বা পদসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ** ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ পদোন্নতিযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে।
৩	পরিচালক (সকল)/সচিব	-	৫০% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৫০% সরকারি কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ।	**পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** উপ-পরিচালক পদে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ** ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ পদোন্নতিযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত উপ-সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে।
৪	উপ-পরিচালক (সকল)	-	পদোন্নতির মাধ্যমে	**পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** সহকারী পরিচালক পদে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ** ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ পদোন্নতিযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের প্রেষণে নিয়োগ করা যাবে।
৫	প্রোগ্রামার/মেইনটেইন্যান্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (আইটি)	৩০ বছর	সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার/ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিকস্) ডিগ্রি থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে ৭ বছরের অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** ফিডার পদ বা পদসমূহে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৩০ বছর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**(খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** বাণিজ্য বিভাগে/ লোকপ্রশাসন/ ব্যবসায় প্রশাসন/ অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৭	সহকারী পরিচালক (মূল্যায়ন/ পরিবীক্ষণ/ নেগোশিয়েশন/ পরিকল্পনা/উন্নয়ন/ অভিযোজন/ প্রশমন/অন্যান্য)	৩০ বছর	৩৩% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৬৭% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** অর্থনীতি/ পরিসংখ্যান/ ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান/ পরিবেশ বিজ্ঞান/ফরেস্ট্রী/উদ্ভিদ বিদ্যা/প্রাণীবিদ্যা/ রসায়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **(খ) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** ৩য় শ্রেণীর পদে ৭ (সাত) বছর এবং ২য় শ্রেণীর পদে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৮	সহকারী পরিচালক (প্রটোকল ও পাবলিক রিলেশন)	৩০ বছর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**(ক) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** ৩য় শ্রেণীর পদে ৭ (সাত) বছর এবং ২য় শ্রেণীর পদে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ/ ইংরাজী / বাংলা /ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কোন সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ক্র:নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের বয়স সীমা	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা
৯	সহকারী প্রোগ্রামার (আইটি)	৩০ বছর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (কম্পিউটার/ ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিকস্) ডিগ্রি থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১০	ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর একান্ত সচিব	৩০ বছর	পদোন্নতি/ সরাসরি/ প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	**(ক) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা** পদে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **(খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** পরিবেশ বিজ্ঞান/ বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১১	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩০ বছর	৭৫% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমান। হিসাবরক্ষণ কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। **(খ) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** হিসাবরক্ষক পদে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১২	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	৩০ বছর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্নাতক ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরী সাইন্স থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। **(খ) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** ক্যাটালগার পদে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১৩	অডিটর	৩০ বছর	৩৩% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৬৭% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা সমমান। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। **(খ) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** হিসাবরক্ষক পদে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
১৪	ক্যাটালগার	৩০ বছর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরী সাইন্স থাকতে হবে। সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১৫	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০ বছর	পদোন্নতি/সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) **পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** ব্যক্তিগত সহকারী পদে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং কম্পিউটার (ইন্টারনেট ব্রাউজিংসহ) সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপে বাংলা প্রতি মিনিটে ২০ টি শব্দ এবং ইংরেজীতে ২৮ টি শব্দ টাইপ করার গতি থাকতে হবে। কোন সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১৬	হিসাবরক্ষক	৩০ বছর	৭৫% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ২৫% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অথবা সমমান। হিসাবরক্ষণ কাজে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) **পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** সহকারী হিসাবরক্ষক কাম-ক্যাশিয়ার পদে ৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ক্রঃনং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের বয়স সীমা	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা
১৭	ব্যক্তিগত সহকারী	৩০ বছর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে এবং কম্পিউটার (ইন্টারনেট ব্রাউজিংসহ) সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। কম্পিউটার টাইপে বাংলা প্রতি মিনিটে ২০ টি শব্দ এবং ইংরেজীতে ২৮ টি শব্দ টাইপ করার গতি থাকতে হবে। কোন সরকারি/ বেসরকারি সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
১৮	সহকারী হিসাবরক্ষক কাম-ক্যাশিয়ার	৩০	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি অথবা সমমান। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
১৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বছর	৩৩% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৬৭% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** কোন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোন কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি বা সমমান এবং বাংলা ও ইরেজী টাইপিংয়ে যথাক্রমে ২০ ও ২৮ শব্দ মুদ্রণ গতি থাকতে হবে। **(খ) পদোন্নতির মাধ্যমেঃ** শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কলেজ হতে এইচএসসি পাশ এবং বাংলা ও ইরেজী টাইপিংয়ে যথাক্রমে ২০ ও ২৮ শব্দ মুদ্রণ গতি থাকতে হবে এবং এমএলএসএস পদে ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২০	স্টোর কিপার	৩০ বছর	৩৩% পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ৬৭% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) **সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমেঃ** কোন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোন কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। (খ) **পদোন্নতির মাধ্যমে ঃ** এমএলএসএস পদে ০৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২১	ইলেকট্রিশিয়ান	৩০ বছর	আউট সোসিং/ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোন ভকেশনাল স্কুল হইতে ট্রেড কোর্স পাস হতে হবে।
২২	ড্রাইভার	৩০ বছর	আউট সোসিং/ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণী বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এছাড়া গাড়ী চালানোর বৈধ লাইসেন্সধারী হতে হবে এবং কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২৩	বার্তাবাহক	৩০ বছর	আউট সোসিং/ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ ও সু-স্বাস্থের অধিকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২৪	এমএলএসএস	৩০ বছর	আউট সোসিং/ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ ও সু-স্বাস্থের অধিকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২৫	গার্ড / মালী/ কুক/ ঝাড়ুদার	৩০ বছর	আউট সোসিং/ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	৮ম শ্রেণী বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ ও সু-স্বাস্থের অধিকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ট্রাস্ট কর্মচারীদের বেতন স্কেল

ক্র:নং	পদের নাম	বেতন স্কেল (জাতীয় বেতন স্কেল,২০০৯ অনুসারে)	মন্তব্য
১।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৩৩,৫০০-১,২০০×১৫-৫১,৫০০	গ্রেড নং-২
২।	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৯,০০০-১,১০০×৬-৩৫,৬০০	গ্রেড নং-৩
৩।	সচিব	২৫,৭৫০-১,০০০×৮-৩৩,৭৫০	গ্রেড নং-৪
৪।	পরিচালক	২২,২৫০-৯০০×১০-৩১,২৫০	গ্রেড নং-৫
৫।	উপ-পরিচালক	১৮,৫০০-৮০০×১৪-২৯,৭০০	গ্রেড নং-৬
৬।	মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১৮,৫০০-৮০০×১৪-২৯,৭০০	গ্রেড নং-৬
৭।	সহকারী পরিচালক	১১,০০০-৪৯০×৭-১৪,৪৩০- ইবি-৫৪০×১১-২০,৩৭০	গ্রেড নং-৯
৮।	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একান্ত সচিব (সহকারী পরিচালকের পদমর্যাদা)	১১,০০০-৪৯০×৭-১৪,৪৩০- ইবি-৫৪০×১১-২০,৩৭০	গ্রেড নং-৯
৯।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১১,০০০-৪৯০×৭-১৪,৪৩০- ইবি-৫৪০×১১-২০,৩৭০	গ্রেড নং-৯
১০।	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	৮,০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬,৫৪০	গ্রেড নং-১০
১১।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৮,০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬,৫৪০	গ্রেড নং-১০
১২।	অডিটর	৮,০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬,৫৪০	গ্রেড নং-১০
১৩।	হিসাবরক্ষক	৬,৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪,২৫৫	গ্রেড নং-১১
১৪।	সহকারী হিসাবরক্ষক	৫,৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২,০৯৫	গ্রেড নং-১৩
১৫।	ব্যক্তিগত সহকারী	৫,৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২,০৯৫	গ্রেড নং-১৩
১৬।	ক্যাটালগার	৪,৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯,৭৪৫	গ্রেড নং-১৬
১৭।	ক্যাশিয়ার	৪,৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯,৭৪৫	গ্রেড নং-১৬
১৮।	স্টোর কিপার	৪,৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯,৭৪৫	গ্রেড নং-১৬
১৯।	অফিস সহকারী কাম-কম্পি: অপা:	৪,৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯,৭৪৫	গ্রেড নং-১৬
২০।	গাড়ী চালক	৪,৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯,৭৪৫	গ্রেড নং-১৬
২১।	ইলেকট্রিশিয়ান	৪,৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯,৭৪৫	গ্রেড নং-১৬
২২।	মেসেনজার	৪,৫০০-২৪০×৭-৬,১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯,০৯৫	গ্রেড নং-১৭
২৩।	এমএলএসএস	৪,১০০-১৯০×৭-৫,৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭,৭৪০	গ্রেড নং-২০
২৪।	সিকিউরিটি	৪,১০০-১৯০×৭-৫,৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭,৭৪০	গ্রেড নং-২০
২৫।	মালী	৪,১০০-১৯০×৭-৫,৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭,৭৪০	গ্রেড নং-২০
২৬।	ক্লিনার	৪,১০০-১৯০×৭-৫,৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭,৭৪০	গ্রেড নং-২০

বি:দ্রঃ জাতীয় বেতন স্কেল পরিবর্তনের সাথে সাথে ট্রাস্টের কর্মচারীদের বেতন স্কেল পরিবর্তিত হবে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জানুয়ারি ২০১৩

নং পবম/প্রশা-২/সিসিটি-০১/২০১৩/৪১—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আলোকে গঠিত "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ প্রবিধানমালা জারী করা হলো ঃ

২। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনা প্রবিধানমালা, ২০১৩।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়**।—বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হবে।

৪। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে,

(১) "ট্রাস্ট" অর্থ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট;

(২) "আইন" অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০;

(৩) "তহবিল" অর্থ 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল';

(৪) "বোর্ড" অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড;

(৫) "কারিগরি কমিটি" অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কারিগরি কমিটি।

৫। **ট্রাস্ট কার্যালয়ের ঠিকানা**।—ট্রাস্টের বর্তমান ঠিকানা পুরাতন বন ভবন (৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা), ১০১, মহাখালী, ঢাকা। ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।

৬। **ট্রাস্টের লক্ষ্য**।—ট্রাস্টের লক্ষ্য হবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭। **ট্রাস্টের উদ্দেশ্য**।—ট্রাস্টের উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) সরকারের উন্নয়ন বা অনুন্নয়ন বাজেটের বাইরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এই ট্রাস্টের তহবিল ব্যবহার করা;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করা;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (Adaptation), প্রশমন (Mitigation), প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer) এবং অর্থ ও বিনিয়োগ (Finance and Investment) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা (Action Research) করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তার (dissemination) সহ বা পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচী বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

(চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (Climate Change Unit) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জলবায়ু পরিবর্তন সেল (Climate Change Cell) বা ফোকাল পয়েন্ট (Focal Point)-কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়তা করা;

(ছ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

(জ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৮।**প্রশাসন ও পরিচালনা**।—ট্রাস্টের সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসন আইনের ৯ ধারা মোতাবেক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৯। **ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন**।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে, যথাঃ—

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যান হবেন;

(খ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঘ) খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঙ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(চ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ছ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(জ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঝ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ঞ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(ট) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;

(ঠ) গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ড) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঢ) সদস্য, কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে দুই জন বিশেষজ্ঞ;

(ত) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব।

(৩) ট্রাস্ট ট্রাস্টি বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (ণ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

(৪) শুধুমাত্র সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাবে না।

১০। **ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী**।—ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) ট্রাস্টের কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 বাস্তবায়নের জন্য ট্রাস্টের তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প বা কর্মসূচী অনুমোদন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ শতকরা ৬৬ ভাগ অর্থ এবং জমাকৃত শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ হতে সুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচীর অনুকূলে ছাড়করণ;

(গ) তহবিলের জমাকৃত অবশিষ্ট শতকরা ৩৪ ভাগ অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) ট্রাস্টের তহবিলের অর্থে গৃহীতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ ও দিক-নির্দেশনা ও প্রকল্প বা কর্মসূচীর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান;

(ঙ) দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থায়ন এং বাজেট পরিকল্পনা সম্পর্কে কারিগরি কমিটিকে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবক প্রতিকারের ব্যবহারিক গবেষণা (Action Research) পরিচালনায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(ছ) সরকারের অর্থায়ন ব্যতীত অন্যান্য উৎস হতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দাতা দেশ বা সংস্থার সাথে যোগাযোগ, অর্থায়ন প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) সামগ্রিক মূল্যায়ন টিম গঠন (Evaluation Team) এবং প্রতি বৎসর ন্যূনতম একবার মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিমার্জন ও অনুমোদন;

(ঝ) কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচীর সমস্যা নিরসন এবং এ লক্ষ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা ওয়ার্কশপ এর আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঞ) প্রকল্প বা কর্মসূচীসমূহ কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান;

(ট) গৃহীত প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ড) এই ধারার অধীনে কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য করা;

(ঢ) কোন আর্থিক বৎসরে যথাযথ প্রকল্প বা কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্ভব না হলে অব্যবহৃত অর্থ তহবিলে স্থানান্তরকরণ;

(ণ) ট্রাস্টি বোর্ডের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা প্রদান;

(ত) সময়ে সময়ে সরকার প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে তার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১১। **কারিগরি কমিটি।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি গঠিত হবে, যথাঃ—

(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার আহ্বায়কও হবেন;

(খ) যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-১), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(গ) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন সেল-এর প্রতিনিধি বা ফোকাল পয়েন্ট;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং-এর প্রতিনিধি;

(চ) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরে প্রতিনিধি;

(ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর-এর দুইজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (পরিচালক, কারিগরি);

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও/বিশেষজ্ঞ-এর দুইজন প্রতিনিধি;

(ঞ) বন বিভাগের একজন প্রতিনিধি;

(ট) উপ-সচিব (পরিবেশ-১), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কারিগরি কমিটির সদস্য-সচিব।

(২) ট্রাস্ট কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর (জ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

১২। **কারিগরি কমিটির কার্যাবলী।**—কারিগরি কমিটির কার্যাবলী হবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনা;

(খ) ট্রাস্টের অর্থ দ্বারা গৃহিতব্য প্রকল্প বা কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা প্রস্তুতকরণে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;

(গ) গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়নে ও ট্রাস্টি বোর্ডকে সহায়তা দান;

(ঘ) ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত কর্মসূচী বা প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও সুপারিশকরণ;

(ঙ) যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত সাব-কমিটি গঠন;

(চ) ট্রাস্টি বোর্ডের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা দান;

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন; এবং

(জ) কারিগরি কমিটির প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ।

১৩। **ট্রাস্টের জনবল।**—ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য আইনের ১৯ ধারা মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের নির্বাহী প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন। ট্রাস্টের কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে সহায়তা করার জন্য সংযোজনী-ক মোতাবেক তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ৮২ (বিরাশি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী একটি জনবল কাঠামো থাকবে। সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজনবোধে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাবে।

১৪। **ট্রাস্টের জনবল নিয়োগ ও পদোন্নতি।**—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার কাজে নিয়োজিত জনবলের নিয়োগ, পদোন্নতি, আর্থিক সুবিধা, শৃংঙ্খলা ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

১৫। **ট্রাস্ট পরিচালনার ব্যয়ভার।**—নিম্নোক্ত উৎস হতে ট্রাস্ট পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করা যাবে ঃ

(১) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল;

(২) তহবিলের বিনিয়োগ হতে আহরিত অর্থ;

(৩) তহবিলে জমাকৃত অর্থের মুনাফা বা অর্জিত সুদ;

(৪) সরকারী/বেসরকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদান;

(৫) দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদান;

(৬) আপাততঃ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের তহবিলে জমাকৃত ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত অর্জিত সুদ হতে (এফডিআর এবং এসটিডি উভয় হিসাব হতে প্রাপ্ত) ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকা এককালীন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য থোক বরাদ্দ হিসাবে প্রদান করা হবে। উক্ত অর্থ ব্যাংকে মেয়াদি আমানত হিসাবে জমা রেখে প্রাপ্ত সুদ হতে ট্রাস্ট পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এ সম্পর্কিত একটি গাইড লাইন সংযোজনী-খ তে সংযুক্ত করা হলো।

১৬। **বাজেট।**—প্রতি বছর ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী (ট্রাস্ট পরিচালনা সংক্রান্ত) বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। উক্ত বিবরণীতে ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা উল্লেখ থাকবে। অনিবার্য কারণে বোর্ডের সভা আহ্বান বিলম্ব হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত সময়ের ব্যয়ের অনুমোদন দিতে পারবেন। তবে, এরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পর অনুষ্ঠিত বোর্ডের প্রথম সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন।

১৭। **ব্যাংক হিসাব।**—"জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" শিরোনামে ঢাকায় অবস্থিত যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে একটি এসটিডি হিসাব থাকবে। ব্যাংক হিসাব ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৮। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—ট্রাস্টের আয়-ব্যয় সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে যথাযথ হিসাবরক্ষণ করতে হবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করে তা ট্রাস্টি বোর্ড-কে অবহিত করতে হবে। বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষার পাশাপাশি ট্রাস্ট পরিচালনার হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি বোর্ডের নিকট পেশ করবেন। সে প্রেক্ষিতে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তার নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি নিরীক্ষা করতে পারবেন।

১৯। ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মবণ্টন ও আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক নির্ধারণ করবেন।

২০। **ক্রয় বিধি।**—ট্রাস্ট কার্যালয় পরিচালনার জন্য সরকারের পিপিআর এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত নীতিমালা না হওয়া পর্যন্ত পিপিআর অনুসারে ক্রয় কার্য সম্পাদন করতে হবে।

২১। ট্রাস্ট গঠনের তারিখ হতে অর্থাৎ বিগত ১৩/১০/২০১০ তারিখ হতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান "Strengthening Institutional Capacity of Climate Change Unit of the Ministry of Environment and Forests" শীর্ষক প্রকল্পের জনবল, যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দেনা ট্রাস্টের জনবল, যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, দেনা হিসাবে গণ্য হবে।

২২। ভবিষ্যতে সরকার যদি জলবায়ু পরিবর্তন অধিদপ্তর সৃজন করতে চায় তাহলে ট্রাস্টকে অধিদপ্তরে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবে এ সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ স্বাপেক্ষে।

২১। এই প্রবিধানমালা ১৩/১০/২০১০ খ্রিঃ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

বোর্ডের অনুমোদনক্রমে

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী
সচিব।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অর্গানোগ্রাম

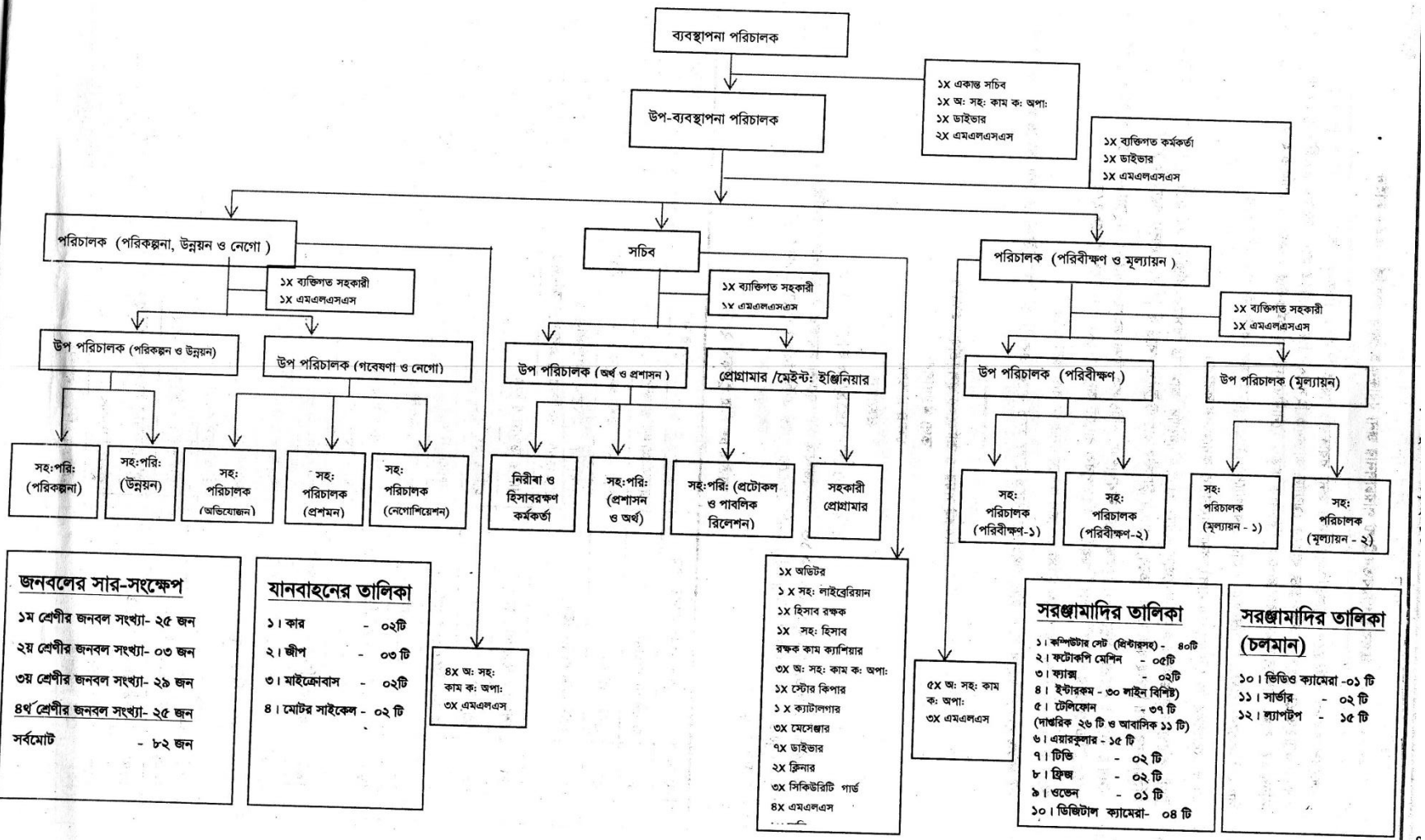

জনবলের সার-সংক্ষেপ

১ম শ্রেণীর জনবল সংখ্যা- ২৫ জন
২য় শ্রেণীর জনবল সংখ্যা- ০৩ জন
৩য় শ্রেণীর জনবল সংখ্যা- ২৯ জন
৪র্থ শ্রেণীর জনবল সংখ্যা- ২৫ জন
সর্বমোট - ৮২ জন

যানবাহনের তালিকা

১। কার - ০২টি
২। জীপ - ০৩ টি
৩। মাইক্রোবাস - ০২টি
৪। মোটর সাইকেল - ০২ টি

সরঞ্জামাদির তালিকা

১। কম্পিউটার সেট (প্রিন্টারসহ) - ৪০টি
২। ফটোকপি মেশিন - ০৫টি
৩। ফ্যাক্স - ০২টি
৪। ইন্টারকম - ৩০ লাইন বিশিষ্ট)
৫। টেলিফোন - ৩৭ টি
(দাপ্তরিক ২৬ টি ও আবাসিক ১১ টি)
৬। এয়ারকুলার - ১৫ টি
৭। টিভি - ০২ টি
৮। ফ্রিজ - ০২ টি
৯। ওভেন - ০১ টি
১০। ডিজিটাল ক্যামেরা- ০৪ টি

সরঞ্জামাদির তালিকা (চলমান)

১০। ভিডিও ক্যামেরা -০১ টি
১১। সার্ভার - ০২ টি
১২। ল্যাপটপ - ১৫ টি

সংযোজনী-খ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত থোক সম্পর্কিত গাইড লাইন

১। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য বরাদ্দকৃত থোক হিসাবে বরাদ্দকৃত অর্থ "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" শিরোনামে ঢাকায় অবস্থিত যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংকে মেয়াদি আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখতে হবে। হিসাব ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

২। ব্যাংক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সুদের হার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্যামেল রেটিং বিবেচনা করা হবে।

৩। ব্যাংক নির্বাচনের বিষয়টি ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন করবে।

৪। ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য এককালীন থোক বরাদ্দ ব্যাংকে মেয়াদি আমানত হিসাবে গচ্ছিত অর্থ হতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ট্রাস্ট পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। তবে, এক্ষেত্রে ট্রাস্টের বাজেট ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে।

৫। অনিবার্য কারণে বাজেট অনুমোদন বিলম্ব হলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত সময়ের ব্যয়ের অনুমোদন দিতে পারবেন। তবে, এইরূপ ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ডের পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিতপূর্বক বাজেট অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

৬। থোক বরাদ্দ হিসাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করা যাবে।

৭। এই গাইড লাইনে উল্লেখ করা হয়নি, অথচ পরবর্তীতে উদ্ভূত হতে পারে, এবং বিবিধ বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।